কুষ্টিয়ায় পূজায় যাওয়ার পথে ভ্যান থামিয়ে নারীদের স্বর্ণালংকার লুট

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নির্জন সড়কে গাছের ডাল ফেলে যানবাহনের গতিরোধ করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। মুখোশধারী দেশীয় অস্ত্রধারী ৫-৬ জনের একটি দল পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারীর স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

পরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) রাত পৌনে ১০টার দিকে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের কালিতলা বিষিনতা মাঠসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নির্জন সড়কের ওপর গাছের ডাল ফেলে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ৫-৬ জনের একটি দল সেখানে অবস্থান নেয়। ওই সড়ক দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় এক যুবক কৌশলে নিজেকে রক্ষা করে কাছের একটি মোড়ে থাকা লোকজনকে ডাকাতির খবর দেন। পরে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

এরই মধ্যে পূজামণ্ডপে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানে থাকা চার নারী দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন। অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ওই পথ দিয়ে যাওয়া আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীদের কাছ থেকেও স্মার্টফোন, নগদ টাকা ও অন্যান্য মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ছাতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে পুলিশও সেখানে পৌঁছায়। তবে ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। ভুক্তভোগীরা স্থানীয় এলাকার বাইরের হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্জন সড়কটির সুযোগ নিয়ে এর আগেও মাঝেমধ্যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতেও একই কৌশলে যানবাহনের গতিরোধ করে যাত্রীদের মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

বিষয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ পূজা উদযাপন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট ঝিনাইদহ জেলা শাখার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ফ্রন্টের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফন্ট্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি স্বাধীন অধিকারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, পূজা উদযাপন ফন্ট্র ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সমির হালদার, সদর উপজেলা শাখার আহবায়ক গনেশ চন্দ্র বিশ্বাস, সদস্য সচিব অচিন্ত রায়, হরিণাকুন্ডু শাখার আহবায়ক কাত্তিক দেবনাথসহ ফন্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পূজা উদযাপন ফন্ট্র ঝিনাইদহ জেলা শাখার আহবায়ক মিলন কুমার ঘোষ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এক বছর আগে আজকের এই দিনে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেররা নির্বিঘ্নে নিরাপদে উৎসব মুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট এর যাত্রা শুরু হয়। আমরা সফলভাবে এক বছর অতিক্রম করেছি। সামনের দিনগুলোতে মিলেমিশে সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যবক্ত করা হয়। আলোচনা শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

জীবননগরে জেলা বিএনপির সভাপতির বাড়িতে পূজা পুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ,জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জীবননগর,দামুড়হুদা,চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা,দর্শনা থানা সহ তিতুদহ-বেগমপুর-গড়াইটুপি ইউনিয়নের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সাথে শারদীয় দুর্গা উৎসব শেষে পূজা পূর্ণমিলনী ও মতবিনিময় সভা করেন।

শুক্রবার সকাল ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র আন্দুলবাড়ীয়াস্থ নিজ বাসভবনে এ সভার আয়োজন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে বাবু জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ মিল্টন,জীবননগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের মধ্যে ৫৬ টি পূজা মন্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,জেলা হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রিস্টান ফান্ডের সভাপতি উৎপল বিশ্বাস,জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম দেবনাথ,বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায়,বাবু সুরেশ কুমার আগরওয়ালা,যাদব কুমার প্রামানিক,স্বপন চক্রবর্তী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা পলাশ কুমার সাহা,জীবননগর উপজেলা কমিটির বাবু রমেন কুমার বিশ্বাস,জীবননগর উপজেলা পূজা

উৎযাপন কমিটির সভাপতি সুশান্ত সাহা,সাবেক সভাপতি বিজয় কুমার হালদার,দর্শনা পৌর থানা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বাবু স্বরূপ কুমার দাস,গীতা পাঠ করেন পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আগামিতে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সাথে নিয়ে এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজ করবো।

কোন জাতি গোষ্ঠী নয় সমাজে আমরা একে অপরের হয়ে থাকবো।

মুসলিমরা যেমন ঈদগায় যেয়ে নামাজ পড়ে সেখানে কোন পাহারাদার দিতে হয় না। তা হলে পুজা হলে কেন মন্দির পাহারা দিতে হবে।এগুলো আমাদের সচেতনতার অভাব এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে তার জন্য আমাদের সকলকে ভালো মনের মানুষ হতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু হেমন্ত কুমার সিংহ রায় ও বাবু নারা ।

আলমডাঙ্গায় পূজা উপলক্ষে আনসার ভিডিপি বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পিসি/এপিসি আনসার ভিডিপি সদস্য বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঠে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আনসার ভিডিপি সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আনসার ও ভিডিপি জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হাসনাত মোঃ লতিফুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও

ভিডিপি প্রশিক্ষক মাজিদুল হক, প্রশিক্ষিকা রওশন আরা খাতুন এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কোম্পানি কমান্ডার মুক্তার হোসেন।

জেলা অ্যাডজুট্যান্ট জানান, “আমরা প্রাথমিকভাবে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছি। যাচাই শেষে যারা নিয়মের মধ্যে পড়বেন তাদের তালিকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাইকৃত সদস্যদের সুস্থ ও সুঠামদেহী হতে হবে এবং আনসার ভিডিপির সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি তারা অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। মণ্ডপে যাতে শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, এজন্য নির্বাচিত সদস্যরা সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।”

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির কমিটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেন তারা।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কনফারেন্সে মেহেরপুর জেলার হিন্দু

সম্প্রদায়ের পূজারীদের কটাক্ষ করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদানের বন্টনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে গাংনী উপজেলার ২২টি মন্দিরের বরাদ্দকৃত অনুদানের মালামাল অশোক চন্দ্র বিশ্বাস তুলে এনে উপজেলার ৯টি মন্দিরে না দিয়ে চরম অন্যায় করেছে।

অনুদান না পাওয়া ৯টি মন্দির হলো ষোলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দুর্গা মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া দুর্গা মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির, গাংনী দাসপাড়া কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা এসময় অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি শ্রী সুশান্ত কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা

না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

মেহেরপুরে ৪৩টি পূজা মন্ডপে দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু আজ। আজ শুক্রবার ২০ অক্টোবর থেকেই পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে যাচ্ছে। পূজা মন্ডপের সব কাজ প্রায় শেষ। মন্দিরের সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হবে। সকল মন্দিরেই দেবীর রং করার কাজও শেষ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় শুরু হতে যাচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা, তাই ঘরে ঘরে দেবী দুর্গার আগমনীর বার্তা।

পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্র্রদায়ের মাঝে সাজ সাজ রব। মন্ডপে মন্ডপে চলছে প্রতিমা বোধন প্রস্তুতির কাজ। এবার মেহেরপুর জেলায় ৪৩ টি পূঁজামন্ডপে পূজা উৎযাপন করা হবে বলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং জেলা পুঁজা উৎযাপন কমিটির সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪ টি, গাংনী উপজেলায় ২২ টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি পূজা মন্ডপ রয়েছে।
শুক্রবার ষষ্ঠী তিথিতে শুরু হবে এ পূজা এবং মঙ্গলবার দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে অনুষ্ঠান।

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, ‘২০ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্যে দিয়ে পাঁচদিন ব্যপি আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছর জেলায় সর্বজনীনভাবে ৪৩ টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবারো প্রতিটি মন্দিরে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব পালনের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।’

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, মেহেরপুর জেলার ধর্মীয় সম্প্রীতি সারা দেশের জন্য একটি উদাহরণ। এখানে কার্যত কোন ঝুঁকিপূর্ণ পূজা মণ্ডপ নেই। তবে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
মন্ডপ গুলিতে ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিয়োজিত থাকবে। এছাড়াও থাকছে কুইক রেসপন্স টিম।’

গড়াইটুপিতে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শ্রী কাত্যায়নী পূজা

কার্তিক বা কত্যায়নী পূজা হিন্দু বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব কে ঘিরে চুয়াডাঙ্গায় এবারও পুরনো রীতি অনুসারে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী কত্যায়নী পূজা উৎসব মুখর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কলাগাছি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পূর্জার সকল কাজ সম্পুর্ন শেষে আজ ৩০ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এ পূর্জার আনুষ্ঠানিকতা। ৫ দিনের এ উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর দশমী বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।

রবিবার(৩০ অক্টোবর) হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরনো রীতি অনুসারে অতীতের মতো প্রতিবছরের ন্যায় জেলার দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামের দু’টি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী কাত্যায়নী পূজা বা কার্তিক পূজার এ উৎসটি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা উৎসব।এ দূর্গা উৎসবের ঠিক একমাস পরই কলাগাছির হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্তিকী বা কাত্যায়নী পূজাটি উদযাপন করে থাকেন। এ পূজাকে ঘিরে

কলাগাছির হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

পূর্জা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, ইতিমধ্যেই পাবনা থেকে আগত প্রতিমা শিল্পী শ্রী জিতেন চন্দ্র’র নিখুঁত হাতে খড়,বাঁশ,কাঁঠ, বেলে ও এটেল মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন স্বরস্বতী, কার্তিক,লক্ষী,সিংহ, গণেশ, অসুর, মহিষ, হাতি,পদ্মফুল প্রভৃতি প্রতিমাগুলো। প্রতিমা গুলোর শুকানোর পর প্রতিমা শিল্পীর নিখুঁত হাতের ছোঁয়া আর রঙ তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠেছেন সকল প্রতিমা গুলো। দেখে মনে হয় প্রতিমা শিল্পী তার হাতের জাদুকরী ছোঁয়াতে রূপ দান করেছেন আপন মনে। ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন্ত রূপ। মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিমা গুলো দেখতে সনাতন ধর্মাবলম্বীর পাশাপাশি পথচারী সহ এলাকার শিশু - কিশোররাও ছুটে যাচ্ছেন দেখতে।

পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জানা গেছে, কার্তিক পূজা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় উৎসব। কার্তিক শিব ও দুর্গার সন্তান।তিনিই হিন্দুদের যুদ্ধ দেবতা। এ পূজাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা তাদের সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন।

তিনি আরো বলেন, গত দুইটি বছর মহামারি করেনা সংক্রমণ প্রতিরোধ সল্প পরিসরে এ পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো এখানে। গত দুইটি বছরের আনন্দ পুষিয়ে নিতে এ বছরের অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আর বাহারি আলোকসজ্জায় পূজা প্রাঙ্গণের গেইট ও ডেকোরেশনে সাজানো হয়েছে। মায়ের মন্দির ও প্রবেশের দার পথেও রয়েছেন বিভিন্ন রঙের আলোকবাতি। রোববার মহাষ্টমীর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়়েছে এ পূর্জা উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর বিজয়ী দশমিক মধ্য দিয়ে শেষ হবে। কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি।তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা।সেজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে আমার প্রতিবছরের মতো এবারও ইউনিয়নটির কলাগাছি গ্রােমে এ পূজার আয়োজন করেছি।

এ বিষয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ শফিকুর রহমান রাজু’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন,ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামটি খুবই সীমিত মানুষ নিয়ে গঠিত একটি গ্রাম। পুরোনো রীতি অনুসারে এখানে প্রতি বছরের এ দিনটিকে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর শত বছরেরে পুরনো এ কার্তিক পূজার আয়োজনে করে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে আসছেন।